দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 7 ...

3

ঢাকা : মঙ্গলবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৯৪

প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে শরীয়তপুরে মাধ্যমিক স্কুলের জীর্ণদশা

মাদারীপুর, ৩রা আগস্ট (সংবাদদাতা)।—প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই পুস্তক, কাগজের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, সকল বিদ্যালয়গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন শরীয়তপুর জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

শরীয়তপুর জেলার ৬টি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৭। এর মধ্যে মাত্র ২টি সরকারী। বাকীগুলোর মধ্যে সদর উপজেলায় ১০টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয়; নড়িয়া উপজেলায় ১১টি বালক ও ৪টি বালিকা বিদ্যালয়; ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ১৫টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয়; ডামুড্যা উপজেলায় ৫টি বালক ও ২টি বালিকা বিদ্যালয়; গোসাইরহাট উপজেলায় ৮টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় এবং জাজিরা উপজেলায় ৮টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে।

জেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর বর্তমানে জরাজীর্ণ দশা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নামেমাত্র বেড়া ও ছাউনি রয়েছে। এদিকে জেলার ৬টি উপজেলায় যে স্বল্প সংখ্যক পাকা বিদ্যালয় ভবন রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। বৃটিশ আমলে নির্মিত এসব বিদ্যালয় ভবনের প্লাস্টার খসে পড়েছে, রড বেরিয়ে গেছে। ফলে এতে ক্লাস করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে গত কয়েক বছরের ঝড়ে জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি।

জেলার দুটি সরকারী বিদ্যালয় বাদে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চ, চক-ডাস্টার এবং ব্লাক বোর্ডের অভাব রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বিজ্ঞানাগার নেই। দু'-একটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার থাকলেও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। এদিকে বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতিবছর যে অর্থ মঞ্জুরি দিয়ে থাকেন তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। অর্থাভাবে অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দেয়া সম্ভব হয় না।

দু'-একটি বিদ্যালয় বাদে প্রায় সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নেই কোন কমন রুম, নেই কোন খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং নেই ক্রীড়া শিক্ষক। দু'-একটি বিদ্যালয় ছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই প্রস্রাব-পায়খানা ও পানীয় জলের সংকট রয়েছে।